**অতীব জরুরী**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা

**বিষয়: মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ**

সূত্র নং-মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৩১২.১৬.০০১.২০-১২২ সংখ্যক পত্র

উপযুর্ক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সূত্রোক্ত পত্রটি সংযুক্তিপূর্বক এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্রের আলোকে সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি আগামী ১৫-১২-২০২০ তারিখের মধ্যে (প্রতিটি সিদ্ধান্ত পৃথক পাতায়) নিকস ফন্টে প্রস্তুতপূর্বক হার্ডকপি এবং সফটকপি আকারে (ই-মেইল: monitor@hsd.gov.bd) প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

কপি সংযুক্ত: ৩ (তিন) পাতা

৮/১২/2020
(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৬২
(ই-মেইল:monitor@hsd.gov.bd)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। যুগ্ম-সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩। উপসচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫। সহকারী সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৬। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

---

ইউ ও নোট নং-৪৫.০০.০০০০.১৪৩.১৬.০০৫.১৯- ২০৮

তারিখঃ ২৩ অগ্রহায়ন ১৪২৭ / ০৮ ডিসেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
অতিঃ সচিব (প্রশাসন মহোদয়ের দপ্তর)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ডায়েরী নং ৪৭২৫ তারিখ ৬/১২/২০
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
সচিব (প্রশাসন)
উপ-প্রধান (HRM)
উপ-সচিব
উপ-সচিব শৃং
সিঃ সঃ সচিব
সহকারী সচিব
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
অন্যান্য
অতিঃ সচিব প্রশাসন

গোপনীয়
জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৩১২.১৬.০০১.২০-১২২

তারিখ: ০২ ডিসেম্বর ২০২০ / ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭

বিষয়: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ।

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিসভাকে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০২০ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়ে বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহের (তালিকা সংযুক্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন **(প্রতিটি সিদ্ধান্ত পৃথক পাতায়)** আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল। উল্লেখ্য, প্রতিবেদনটি **নিকস ফন্টে** প্রস্তুত করার জন্য এবং এর সফটকপি নিম্নবর্ণিত ই-মেইলে/পেনড্রাইভের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সচিব এর দপ্তর
ডাঃ নং ২৯৭ ৩/১২
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)
অতিঃ সচিব (উন্নয়ন)
অতিঃ সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)
অতিঃ সচিব (হাসপাতাল)
অতিঃ সচিব (বাজেট)
অতিঃ সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)
অতিঃ সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারী)
অতিঃ সচিব (ঔষধ প্রশাসন ও আইন)
যুগ্মসচিব
যুগ্মপ্রধান
একান্ত সচিব
৩/১২/২০

সংযুক্ত: 02 পাতা।

(মোঃ আল মামুন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৩৭
implement-1_sec@cabinet.gov.bd

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব
স্বাস্থ্য সেবা ........ মন্ত্রণালয়/বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

E:\Official\04.312\04.312.016 Implement Report\Imp Report for CM 2020\Imp Report for CM 2020 Q4\05 Letter.doc

## (৫৩) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

| ক্রমিক | বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত |
|---|---|
| ১. | মসবৈ-১৪(০৮)/২০১৯, তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০১৯<br>বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৯ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন।<br>সিদ্ধান্ত:<br>৯.২। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তৎপরিপ্রেক্ষিতে যে-সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুরূপ অধ্যাদেশ অদ্যাবধি অনিষ্পন্ন রহিয়াছে সেইগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ কর্তৃক দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' এবং '১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-শীর্ষক আইনদ্বয়ের তফসিলভুক্ত কোন অধ্যাদেশ আইন আকারে প্রণয়নের আবশ্যকতা না থাকিলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট তফসিল হইতে উহা বিযুক্ত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। |
| ২. | মসবৈ-১৪(০৮)/২০১৯, তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০১৯<br>বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৯ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন।<br>সিদ্ধান্ত:<br>৯.৩। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগী করিয়া বাংলায় প্রণয়ন করিবার বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। |
| ৩. | মসবৈ-০৬(০২)/২০২০ তারিখ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০<br>বিষয়-১: 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন।<br>আলোচনা:<br>৭.১। শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, সমন্বিত শিশুস্বাস্থ্য-সেবার সম্প্রসারণ, শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা শিশু হাসপাতাল এবং উহার অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ইউনিটকে আইনি কাঠামোর আওতায় আনিবার নিমিত্ত 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯'-এর খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। ইহা প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। তবে, নূতন বৎসর শুরু হইবার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত আইনটিকে 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০২০' শিরোনামে অভিহিত করা আবশ্যক।<br>৭.২। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে।<br>সিদ্ধান্ত:<br>৮। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল। |
| ৪. | মসবৈ-১৫(০৭)/২০২০, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২০<br>বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০২০ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ) প্রতিবেদন।<br>১২.৪। করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ তৎপর থাকিবেন। ইহা ছাড়া ২০২০-২১ অর্থবৎসরের বাজেটে উল্লেখিত কর্মসূচি/কার্যক্রম এবং উহার সার্বিক বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ সচেষ্ট থাকিবেন। |
| ৫. | মসবৈ-১৭(০৭)/২০২০, তারিখ: ২৭ জুলাই ২০২০<br>বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০২০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন।<br>সিদ্ধান্ত:<br>৭.২। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তৎপরিপ্রেক্ষিতে যে-সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুরূপ অধ্যাদেশ অদ্যাবধি অনিষ্পত্তিকৃত রহিয়াছে সেগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ আগামী তিন মাসের মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করিবেন। |
| ৬. | মসবৈ-১৭(০৭)/২০২০, তারিখ: ২৭ জুলাই ২০২০<br>বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০২০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন।<br>সিদ্ধান্ত:<br>৭.৩। উপর্যুক্ত সময়ে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন আকারে প্রণয়নের আবশ্যকতা না থাকিলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এতৎসংক্রান্ত দু'ইটি আইন যথা: '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' |

| | |
|---|---|
| | এবং '১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-এর তফসিল হইতে উহা বিযুক্ত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। |
| ৭. | মসবৈ-১৯(০৮)/২০২০, তারিখ: ২৪ আগস্ট ২০২০<br>বিষয়-১: 'বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০২০'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন।<br>আলোচনা:<br>৪.১। স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে লব্ধ স্বাধীনতার লক্ষ্যমূলে সক্রিয় থাকে রাষ্ট্রদর্শন যাহা নূতন রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ রচনা করে। এই প্রেক্ষাপটে, স্বাধীন রাষ্ট্রের নবগঠিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র, আইন, বিধি-বিধান, আদেশ, নীতি ও কর্মপরিকল্পনাসহ আইনি কর্তৃত্বসম্পন্ন যে-সকল নির্দেশনা প্রণয়ন করে উহাদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিহিত থাকে রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবধারা। সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় এই সকল আইনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম ও চিরন্তন এবং উহাদের সংরক্ষণ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দিক্‌নির্দেশক হিসাবে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেবল উহাদের প্রয়োজনানুগ পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংযোজন করতঃ সংশোধন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন।<br>৪.২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানসহ সকল আইন প্রণয়নের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে সম্পৃক্ত। স্বাধীনতা অর্জনের পর তাঁহার শাসনামলে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো তাঁহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় সৃজিত হয়। প্রণীত হয় প্রয়োজনীয় সকল আইন, বিধি-বিধান, আদেশ, নীতি ও কর্মপরিকল্পনাসহ আইনি কর্তৃত্বসম্পন্ন নির্দেশনাসমূহ, যাহা রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি নির্মাণ করে। ইহার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে সময় ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় কেবল উহাদের পরিমার্জন/পরিবর্ধন/সংশোধনকরণের মাধ্যমে আইনি কাঠামোকে সুপ্রযুক্ত করা হইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁহার শাসনামলে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ ও আইনসমূহ রহিতকরণ যুক্তিযুক্ত হইবে না। তবে, পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় ঐসকল রাষ্ট্রপতির আদেশ ও আইনসমূহের কোনোরূপ সংশোধন/ পরিমার্জন/পরিবর্ধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনানুগ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ঐ সময়ের রাষ্ট্রপতির আদেশ ও আইনসমূহের রহিতকরণ নিরোধ এবং প্রয়োজনানুগ সংশোধনের সুযোগ রাখিয়া আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন।<br>৪.৩। দেশে আবাসন খাতে ঋণ প্রদানকারী একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে প্রণীত 'The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973'-এর বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যে 'The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973' রহিত করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন হইবে না। বরং উহা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে।<br>৪.৪। প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০২০'-এর আইনের প্রযোজ্য অংশে উল্লেখিত 'রহিতক্রমে' শব্দের স্থলে 'সংশোধনক্রমে' শব্দ প্রতিস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হইবে। ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত আইনের ২৩ ধারায় উল্লেখিত 'অধিকর' শব্দের স্থলে ' ন্যূনতম কর' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপন করা সমীচীন হইবে। ইহা ছাড়া, প্রস্তাবিত আইনের 'রহিতকরণ ও হেফাজত'-শীর্ষক ৩৮ ধারার যৌক্তিকতা পরীক্ষা করিয়া উহা পুনর্গঠন করা সমীচীন।<br>৪.৫। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পুনঃভেটিং সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০২০'-এর খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে।<br>সিদ্ধান্ত:<br>৫.১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ ও আইনসমূহ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কোনরূপ সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্ধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে ঐগুলি রহিত না করিয়া কেবল প্রয়োজনানুগ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ সমীচীন। |
| ৮. | মসবৈ-২৮(১১)/২০২০, তারিখ: ০২ নভেম্বর ২০২০<br>বিষয়-১: মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন।<br>সিদ্ধান্ত:<br>৫.৩। উপস্থাপিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট অংশ পর্যালোচনা করিয়া তথ্য-উপাত্ত সংযোজন/সংশোধনের কোনো প্রস্তাব থাকিলে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তাহা আগামী ১০ (দশ) দিন অর্থাৎ ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে। |
| ৯. | মসবৈ-৩১(১১)/২০২০, তারিখ: ২৩ নভেম্বর ২০২০<br>বিবিধ বিষয়-৪: 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়্যাল রেজিস্ট্যান্স কনটেইনমেন্ট ইন বাংলাদেশ (২০১৭-২২)'-শীর্ষক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ ও কার্যকরকরণ এবং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আরও কার্যকরভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।<br>সিদ্ধান্ত:<br>৭। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক ২০১৭ সালে প্রণীত 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়্যাল রেজিস্ট্যান্স কনটেইনমেন্ট ইন বাংলাদেশ (২০১৭-২০২২)'-শীর্ষক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনানুগতার ভিত্তিতে হালনাগাদ এবং কার্যকর করিবার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা- |

| | |
|---|---|
| | প্রতিষ্ঠানে আরও কার্যকরভাবে গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে। |
| ১০ | মসবৈ-০৭(০২)/২০১৫, তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫<br>বিষয়-৩: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers for Development Projects) এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers) ও পুনঃঅর্পণ (Sub-Delegation) সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পরিপত্রসমূহ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন।<br>সিদ্ধান্ত:<br>১২.৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে। |
| ১১ | মসবৈ-০৯(০৪)/২০১৮, তারিখ: ০৯ এপ্রিল ২০১৮<br>বিষয়-৫: 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন, ২০১৭'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন।<br>সিদ্ধান্ত:<br>২৩.২। 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র-বাংলাদেশ আইন, ২০১৭'-এর খসড়া সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করিয়া পুনরায় ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করিতে হইবে। |
| ১২ | উপবৈ-২৩(০৪)/২০০৭, তারিখঃ ২১-০৪-২০০৭।<br>বিষয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Health, Nutrition and Population Sector Program (HNPSP) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিস্থিতি পত্র (Status Report)।<br>সিদ্ধান্তঃ<br>১৪.২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প আকারে কতিপয় সরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা যথাপদ্ধতিতে সক্ষম ও অভিজ্ঞ বেসরকারি সংস্থার (NGO) নিকট হস্তান্তর করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া হাসপাতালসমূহের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। |